দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 25 JAN 2014
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৩

রাবিতে বিভিন্ন ফি কয়েকগুণ বৃদ্ধি, বিপাকে দরিদ্র শিক্ষার্থীরা

■ রাবি সংবাদদাতা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পরীক্ষার ফি, সনদপত্র উত্তোলনসহ বিভিন্ন ফি কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত ফিসমূহ ২০১৪ সালের চলতি মাস থেকে কার্যকর হবে। এভাবে ফি বৃদ্ধি করায় দরিদ্র শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়বে এবং নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানদের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার বন্ধ হয়ে যাবে বলে মনে করছেন অনেকে। ফি বৃদ্ধি ও বিভিন্ন অনুষদের অধীনে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষাকে বাণিজ্যিকীকরণ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন ক্যাম্পাসের বাম সংগঠনগুলো। ফি বৃদ্ধির প্রতিবাদ ও সান্ধ্যকালীন কোর্স বাতিলের দাবি জানিয়ে গত ১৬ জানুয়ারি থেকে স্মারকলিপি প্রদান, মানববন্ধন, মিছিল-সমাবেশসহ নানা কর্মসূচি পালন করছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বলছে, সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখেই ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, গত ডিসেম্বরে পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

রাবিতে বিভিন্ন ফি

২০ পৃষ্ঠার পর

বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় ফি বৃদ্ধির বিষয়টি অনুমোদন করা হয়। সম্মান শ্রেণীতে তিন ঘণ্টা তত্ত্বীয় পরীক্ষার ফি ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা, তিন ঘণ্টার বেশি থিওরিক্যালের পরীক্ষার ফি ৬০ টাকা থেকে ১২৫ টাকা করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর (মাস্টার্স) শ্রেণীতে ৬০ টাকার পরীক্ষার ফি বাড়িয়ে করা হয়েছে ১২৫ টাকা। বিভিন্ন বিভাগে কোর্স উন্নয়ন ফি ১০০ টাকা থেকে পাঁচগুণ বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করা হয়েছে। নলেজমেন্ট ফি ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক হাজার টাকা এবং মাস্টার্সে তত্ত্বীয় পরীক্ষার ফি ২০০ টাকা থেকে পাঁচগুণ বাড়িয়ে একহাজার টাকা করা হয়েছে।

এছাড়া সনদপত্র উত্তোলনের ক্ষেত্রে ফি বৃদ্ধি করে সর্বনিম্ন দ্বিগুণ থেকে পাঁচগুণ পর্যন্ত করা হয়েছে। সাধারণভাবে সাময়িক সনদপত্র উত্তোলনের ফি ১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩০০ টাকা করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে এই সনদপত্র উত্তোলনের জন্য ফি ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে এক হাজার টাকা করা হয়েছে। মূল সনদপত্র ২০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা, জরুরি নম্বরপত্রের জন্য ২২৫ টাকার ফি বাড়িয়ে ৬০০ টাকা, সাবসিডারি মার্কস সার্টিফিকেট ফি ১৫০ থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা, ডুপ্লিকেট মার্কস সার্টিফিকেট ৩০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে একহাজার টাকা, ডুপ্লিকেট প্রবেশপত্র ৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০০ টাকা, নাম সংশোধনী ফি ২৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০০ টাকা করাসহ প্রায় সব খাতে কয়েকগুণ করে ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসা অনুষদের অধীনে মেডিক্যাল কলেজগুলোতে পরীক্ষার ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে তুলনামূলক বেশি হারে। চিকিৎসা অনুষদে এমবিবিএস, বিডিএস পরীক্ষার ফি প্রতি বিষয় ১ হাজার ২০০ টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ১ হাজার ৫০০ টাকা করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর এমএস, এমডি এফফিল পরীক্ষার ফি ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সের বিভিন্ন পরীক্ষার ফি ১ হাজার ৫০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করা হয়েছে।

সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে সাতটি বিভাগে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। ভর্তি কার্যক্রম চলতি মাসের ৬ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে। কলা অনুষদের অধীনে বিভাগগুলোতে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন আছে বলে জানা গেছে। ছাত্র ইউনিয়নের সভাপতি আয়াতুল্লাহ খোমেনি বলেন, রাষ্ট্রের দায়িত্ব জনগণের শিক্ষার ব্যয় বহন করা। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ফি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক সেলিম রেজা নিউটন বলেন, 'পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে নিজস্ব অর্থায়নে চলার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য নয়।' বিশ্বব্যাংকের এ কৌশল বাস্তবায়ন করা হলে তা উচ্চশিক্ষার জন্য সর্বনাশ ডেকে আনবে বলে দাবি করেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ ও ফি বৃদ্ধি বিষয়ে গঠিত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক সায়েন উদ্দিন আহমেদ বলেন, 'সনদপত্র উত্তোলন ও পরীক্ষার ফি কিছু কিছু ক্ষেত্রে বৃদ্ধি করা হয়েছে। সরকারের অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির নির্দেশনায় এসব ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। তবে তিনি দাবি করেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের যেসব ফি নিয়মিত দিতে হয় সেগুলা কম বৃদ্ধি করা হয়েছে। জরুরি ভিত্তিতে যেসব সনদপত্র উত্তোলন করা হয় সেখানে কিছুটা বেশি বাড়ানো হয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজান উদ্দিন বলেন, সবকিছুরই তো ব্যয় বাড়ছে। বিভিন্ন খাতে খরচ বাড়ছে তাই কিছু খাতে ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে। কিছুটা ইউজিসির (বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন) নির্দেশনা এবং আমাদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আভ্যন্তরীণ ব্যয় সংকুলানের জন্য এসব ফি বৃদ্ধি করা হয়েছে।